দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL 7 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

110

মাদ্রাসা বন্ধের অভিযোগ রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য ॥ বরাদ্দ দ্বিগুণ করা হয়েছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

সংসদ রিপোর্টার ॥ শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোন মাদ্রাসা বন্ধ করার কথা অস্বীকার করে বলেছেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য বিরোধী দল অসত্য তথ্য প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। নীতিমালা না মেনে কিছু ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সরকারী টাকা উঠিয়ে নিচ্ছে। নীতিমালা অনুযায়ী এদের ব্যাংক গ্যারান্টি নেই, প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং অবকাঠামো নেই, ছাত্রছাত্রী নেই, এমনকি শিক্ষক পর্যন্ত নেই। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড তদন্ত করে এসব

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

মাদ্রাসা বন্ধের (প্রথম পাতার পর)

প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ স্বরূপ স্বীকৃতি বাতিল করেছে। এ কারণে সরকার এদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ স্থগিত রেখেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুধু মাদ্রাসাই নয়, বেশ কিছু স্কুল এবং কলেজও রয়েছে। মন্ত্রী জানান, প্রয়োজনীয় শর্তগুলো পূরণ সাপেক্ষে বোর্ড এদের স্বীকৃতি ফিরিয়ে দিলেই আবার বরাদ্দ দেয়া হবে। মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী এসব তথ্য জানান।

প্রশ্নোত্তর পর্বে এক সম্পূরক প্রশ্নে বিএনপি সদস্য মশিউর রহমান অভিযোগ করেন, সরকার তিন শ' মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছে এবং বিএনপি আমলের নীতিমালা পরিবর্তন করার কারণে হাজার হাজার ছাত্রীর উপবৃত্তি বন্ধ হয়ে গেছে। জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার কোন মাদ্রাসা বন্ধ করেনি বরং মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এ কারণে বিএনপি আমলের চেয়ে মাদ্রাসা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। দেশে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার মাদ্রাসা সরকারের এই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। মাদ্রাসা বন্ধ করাত দূরের কথা গত অর্থবছরে আরও প্রায় দুই শ' মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, শিক্ষা বোর্ডের একটি তদন্ত টিম রিপোর্ট দিয়েছে দেশের প্রায় ১৮শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী নীতিমালা ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে। এই নীতিমালা করা হয়েছিল ১৯৯৫ সালে বিএনপি আমলেই। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে এসব প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল না করে নীতিমালা পূরণের জন্য কিছু সময় দিয়ে পুনর্তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে বিরোধী দল মাদ্রাসার ব্যাপারে মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করছে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই মিথ্যা প্রচার করে তারা দেশ ও জাতির ক্ষতিসাধন করছে। তারা ইসলামের উন্নয়নের কথা বলেন আবার মিথ্যা কথা বলে বেড়াচ্ছেন। মন্ত্রী এসব অপপ্রচারের মাধ্যমে দেশের ক্ষতি না করার জন্য বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান জানান। একই সঙ্গে মন্ত্রী সংসদকে জানান, মেয়েদের উপবৃত্তির নীতিমালায়ও কোন পরিবর্তন করা হয়নি। বিএনপি আমলে উপবৃত্তি যে নিয়মে চলেছে এখনও তাই চলছে।